গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
জেলা সমবায় কার্যালয়, ঝিনাইদহ
www.cooparative.jhenaidah.gov.bd

ঝিনাইদহ সমবায় বিভাগের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি

(অক্টোবর ২০২৪ মাস পর্যন্ত)

উপজেলার সংখ্যা: ০৬টি

ভিশন ও মিশন

- রূপকল্প (Vision): টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।
- অভিলক্ষ্য (Mission): সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা।
- কৌশল (Strategy):

  ক) কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

  ১. উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে সমবায় গঠন;
  ২. টেকসই সমবায় কার্যক্রম গ্রহণ;
  ৩. সমবায় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা সৃজন্

  খ) আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

  ১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
  ২. কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
  ৩. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;
  ৪. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

জেলা সমবায় কার্যালয়, ঝিনাইদহ এর বিগত ০৩ বৎসরের অর্জিত সাফল্য:

- সমবায়কে উন্নয়নমুখী ও টেকসই করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিগত তিন বৎসরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে।
- কর্মকর্তাগণের উদ্ভাবনী প্রয়াসের ফলে সমবায়কে আরও গণমানুষের সংগঠনে পরিণত করতে ও এর গুণগত মান উন্নয়নে সারাদেশে উৎপাদনমুখী ও সেবাধর্মী সমবায় গঠন, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন, সমবায় পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।
- বিগত তিন অর্থবছরে মোট ৬৬ টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং ১৩২০ জন নতুন সমবায়ীকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থ বছরের ৩২০ টি ও ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৩৩০ টি এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ৩০০ টি সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রায় ৫২৫ জন সমবায়ীকে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ৫৫০ জনের আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সম্ভাব্য অর্জনসমূহ:

- ৩০ টি সমবায় সমিতি নিবন্ধনসহ ৬ টি মডেল সমিতি সৃজন করা হবে;
- ৩০০ জনকে চাহিদাভিত্তিক ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- ৯২% সমবায় এর নির্বাচন অনুষ্ঠান, নিরীক্ষিত কার্যকর সমবায় এর মধ্যে ৭২% এর এজিএম আয়োজন এবং ৫০% সমবায় এর হিসাব বিবরণী প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে।
- ২৬০ টি সমবায় এর পরিদর্শন এবং কার্যকর ৪৫৪ টি সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদন নিশ্চিত করা হবে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:

- উন্নয়নমুখী ও টেকসই সমবায় গঠনের মাধ্যমে ঝিনাইদহ জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঝিনাইদহ জেলা সমবায় কার্যালয়ের চ্যালেঞ্জ বহুবিধ।
- নানা শ্রেণি ও পেশার সম্মিলনে তৈরী হওয়া বৈচিত্রময় কার্যক্রমে পূর্ণ এ বিপুল সমবায়কে নিয়মিত অডিট করা, নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা এবং সদস্যদেরকে দক্ষ ও আন্তরিক সমবায়ী হিসেবে গড়ে তোলা অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।
- সমবায়ীগণের চাহিদা পূরণে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান সময়ের অন্যতম দাবী। কিন্তু প্রয়োজনীয় জনবল, প্রয়োজনীয় যানবাহন ও পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায় রুটিন কাজের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছে না।
- তাছাড়া মাঠপর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প না থাকায় সমবায়কে ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়নমুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যাচ্ছে না।

সমবায় সংক্রান্ত তথ্যাদি:

০১। মোট সমিতির সংখ্যা:

সমিতির প্রকার	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
সাধারণ	৬	৫৭১	৫৭৭
পউবো	১২	১৩২৫	১৩৩৭
মোট	**১৮**	**১৮৯৬**	**১৯১৪**

০২। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা:

সমিতির প্রকার	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক
সাধারণ	৮০	৪১৭৯৯
পউবো	১৪০৫	২৭৩১৩
মোট	**১৪৮৫**	**৬৯১১২**

০৩। অডিট সম্পাদন (২০২৩-২০২৪):

সমিতির প্রকার	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা		অডিট সম্পাদন		মোট
	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	
সাধারণ	৬	৪৪৯	--	১৬১	১৬১
পউবো	১২	১০৭৮	--	৩৬	৩৬
মোট	**১৮**	**১৫২৭**	--	**১৯৭**	**১৯৭**

০৪। সমিতির শেয়ার মূলধন (লক্ষ টাকায়):

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
১০৮.৯৮	৬৪৭.৩৬	৭৫৬.৩৪

০৫। সমিতির সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়):

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
২৬৬.৯৫	১৬৩৪.৮৮	১৯০১.৮৩

০৬। সমিতির কার্যকরী মূলধন (লক্ষ টাকায়):

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
১৮০৮.৬৬	৭১৮২.২৬	৮৯৯০.৯২

০৭। সমিতির মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান:

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
৭৪০৮	১৯৬৪	৯৩৭২

০৮। লভ্যাংশ বন্টনের পরিমাণ:

সমিতির প্রকার	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	বিতরণকৃত লভ্যাংশ (লক্ষ টাকায়)
সাধারণ	৩	১১৬	০.৫২
পউবো	০	০	০
মোট	**৩**	**১১৬**	**০.৫২**

০৯। ধার্যকৃত অডিট ফি (২০২২-২০২৩) (সরকারি রাজস্ব):

সমিতির প্রকার	ধার্যকৃত অডিট ফি (লক্ষ টাকায়)	আদায়কৃত অডিট ফি (লক্ষ টাকায়)	আদায়ের হার
সাধারণ	৫.০৫	৫.০৫	১০০%
পউবো	০.৬০	০.৬০	১০০%
মোট	**৫.৬৫**	**৫.৬৫**	**১০০%**

১০। ধার্যকৃত সমবায় উন্নয়ন তহবিল (২০২২-২০২৩):

সমিতির প্রকার	ধার্যকৃত সিডিএফ (লক্ষ টাকায়)	আদায়কৃত সিডিএফ (লক্ষ টাকায়)	আদায়ের হার
সাধারণ	২.৩২	২.৩২	১০০%
পউবো	০.১৯	০.০৯	৪৮%
মোট	**২.৫১**	**২.৪১**	**৯৬%**

১১। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প:

উপজেলার নাম	প্রকল্পের আওতায় নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা	প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্প দপ্তর হতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
ঝিনাইদহ সদর	২	১০০	২০০.০০	--	আদায়যোগ্য হয়নি
কালীগঞ্জ	২	৫০	১০০.০০	৬.৩৯	আদায়যোগ্য অনুযায়ী
মোট	৪	১৫০	৩০০.০০	৬.৩৯	

১২। আশ্রয়ণ প্রকল্পে তথ্য:

বিবরণ	আশ্রয়ণ	আশ্রয়ণ (ফেইজ-২)	আশ্রয়ণ-২
আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা	১	২০	২
ব্যারাকের সংখ্যা	২০	২১১	৩২৬
পুর্নবাসিত পরিবারের সংখ্যা	২০০	১৫৮০	৫৯৭
আবাস হতে ছাড়কৃত অর্থ	১৬০০০০০.০০	১২২৫০০০০.০০	৩৯০০০০০.০০
আবাস এ ঋণ ফেরত	১৪০০০০.০০	৩৪৯৯০০০.০০	২৯০০০০০.০০
বিতরণযোগ্য নীট ঋণ	১৪৬০০০০.০০	৮৭৫১০০০.০০	১০০০০০০.০০
ঋণ বিতরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	৪২১৪০০০.০০	২৫২৪৭০০০.০০	৩৬০০০০.০০
ঋণ আদায় (আসল) (ক্রমপুঞ্জিভূত)	৩৪০৭২৮৩.০০	২০১৭৬৫৬৭.০০	২৩৩৪১০.০০
সার্ভিস চার্জ আদায় (ক্রমপুঞ্জিভূত)	২৭২৫৬৩.০০	১৬১৫৭৭০.০০	১৬৩৪০.০০
আদায়ের হার	৮১%	৮৫%	৬৫%

ঝিনাইদহ জেলাধীন সফল সমবায় সমিতির প্রতিবেদন:

সফল সমবায় সমিতি: কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ, ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ জেলার প্রাণ কেন্দ্রে অর্থ্যাৎ হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী সড়কে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ অবস্থিত। সমিতিটি ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিভাগীয় সমবায় দপ্তর খুলনা হতে নিবন্ধিত হয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। দীর্ঘ বছরের ব্যবধানে সমিতিটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে চলছে।

সমিতির নিজস্ব সাড়ে ৪৮ শতাংশ জমিতে অফিস ঘর সহ মোট ৪৯টি দোকান ঘর রয়েছে। দোকান ভাড়া বাবদ আদায় কৃত অর্থ সমিতির একটি বড় আয়ের উৎস। এছাড়া সমিতিতে ২৫ জন সদস্যের মধ্যে কৃষি ঋন বাবদ ২৫০০০০০.০০ টাকা এবং নিজস্ব তহবিল হতে ১০০০০০.০০ টাকার ঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, ঝিনাইদহ এর অফিস ঘর

সমিতির সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কার্যক্রম: বর্তমান সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৩ জন।

সমিতির কার্যক্রমের বিবরনঃ গ্রামীন কৃষক ও মহিলাদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে সুসংগঠিত করে তাদের আর্থ - সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।সদস্যভুক্ত প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পারিবারিক আয়বৃদ্ধি ও আত্নকর্মসংস্থনের সুযোগ সৃষ্টি করা।আয় বৃদ্ধিরে উদ্দেশ্যে যথাযথ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিশ্চিত করতঃ আর্থিক স্বনির্ভতার অর্জনে সহায়তা প্রদান করা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেনতা বৃদ্ধি করা।

<u>অডিট ফি ও সিডিএফ আদায়:</u> ২০২২- ২০২৩ সনের অডিটে ধাযকৃত ১০০০০.০০ টাকা অডিট ফি এবং ১৫৮৫৪.০০ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিশোধ করেছে।

<u>অডিট সম্পর্কিত তথ্য:</u> সমিতিটি নিবন্ধনের পর থেকে অডিট কার্যক্রম অব্যহত আছে।সকল অডিট অফিসার সমিতির কার্যক্রমে সন্তুষ্ট।

<u>ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য:</u>

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	হিসাব নং	৩০/০৭/২০২৩খ্রিঃ স্থিতি
০১	পূর্বালী ব্যাংক লিঃ, ঝিনাইদহ শাখা	হিসাব নং-৫১৪৫-৬	১৩০১৬০.৬০
০২	জনতা ব্যাংক লিঃ, ঝিনাইদহ শাখা	হিসাব নং-১৩১-৬	৬৪৮০১৫.০১
০৩	বিএসবিএল শাখায় (৩টি)	হিসাব নং-১৫২২৭০	১৩১০৫৫.৪৫
	সর্বমোট		৯০৯২৩১০৬.

আর্থ - সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা: আর্থ - সামাজিক উন্নয়নে সমিতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বেকার ও স্বল্প আয়ের মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

সমিতির দোকান ঘর চিত্র

ঋণ প্রদানের চিত্র

সফল সমবায় সমিতি: বেড়াশুলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা থেকে ১২ কিঃ মিঃ পশ্চিমে সবজি ছায়া ঘেরা মায়াময় একটি গ্রামের নাম বেড়াশুলা দেশের আর দশটি গ্রামের মত এখানকার মানুষের আর্থিক সংগতি ও জীবিকার ধরন একই রকম । এই গ্রামের কতিপয় উদ্যাগী কৃষক ও যুবকের প্রচেষ্টায় ২০০৯ সালের বেড়াশুলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ (রেজিঃ নং- ৫৫/ঝি, তারিখ- ২৭/০৪/২০০৯) মূলে ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে উপজেলা সমবায় দপ্তর, ঝিনাইদহ সদর হতে নিবন্ধিত হয়ে কার্যক্রম শুরু হয়।মাত্র ১৫(পনের) বছরের ব্যবধানে সমিতিটি আর্থ -সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মুলধন ১৮১৭৭৯০.০০ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমান ১৬৯২২৭৪.০০টাকা, ব্যাংক স্থিতি ৬৬৪৯৯.৪৪ টাকা । সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন ৩৮৩১৫৯০.০০টাকা। সমিতির সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি পারস্পারিক সহযোগীতা , পরস্পরের সাথে সুস্পর্ক সৃষ্টি ও বিশ্বাস স্থাপন, নিজেকে আত্বনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা।

সমিতির সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কার্যক্রমঃ বর্তমান সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪৪ জন। সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে চাষ আবাদ, গরু মোটাতাজাকরণ ও ডিস লাইনের ব্যবসা।

সমিতির কার্যক্রমের বিবরনঃ:

ক) চাষ আবাদ: সমিতির ৫০ জন সদস্যকে কৃষি কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সমিতির গচ্ছিত ১২০০০০০/- টাকা জমি বন্ধক রেখে সমিতির সদস্যদের মাঝে বর্গা দেওয়া আছে। সমিতির জমি চাষ –আবাদের মাধ্যমে তারা আজ স্বাবলম্বী হচ্ছে।

খ) গরু মোটাতাজাকরণ: সমিতির ২০ জন সদস্যকে গরুমোটাতাজাকরণ কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সমিতির গচ্ছিত ৫৮৩০০০/- টাকা গরু ক্রয় করে সমিতির সদস্যদের মাঝে বর্গা দেওয়া আছে। সমিতির মোটাতাজাকরণ মাধ্যমে তারা আজ স্বাবলম্বী।

গ)ডিস লাইনের ব্যবসা: সমিতির ২০ জন সদস্যকে ডিস লাইনের কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সমিতির গচ্ছিত ৩২৪৯৮১/- টাকা ডিস লাইনের ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত ব্যবসার মাধ্যমে তারা আজ স্বাবলম্বী হতে পেরেছে।

কেস স্ট্যাডি:

সমিতির সভাপতি জনাব, মোঃ ইসাহাক এর উদ্যোগে এবং অন্যান্য সদস্যদের সহযোগীতায় আথ সামাজিক উন্নয়নে লক্ষ্যে ২০০৯ সালের জুলাই মাসে মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে বেড়াশুলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ উপজেলা সমবায় দপ্তর ঝিনাইদহ সদর হতে নিবন্ধিত হয়ে কার্যক্রম শুরু হয়।মাত্র ১৫(পনের) বছরের ব্যবধানে সমিতিটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বতমান ৫০ জন সদস্যকে কৃষি কাজে,২০জন সদস্যকে গরু মোটাতাজাকরণ কাজে ও ২০ জন সদস্যকে ডিস লাইনের কাজে সর্বমোট ৯০ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করেছে। এছাড়াও সমিতিটি শিশু শিক্ষা, স্যানিটেশন, বৃক্ষ রোপন, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যতন ও যৌতুক সহ বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা রয়েছে।

অডিট ফি ও সিডিএফ আদায়: ২০২২- ২০২৩ সনের অডিটে ধাযকৃত ১০০০০.০০ টাকা অডিট ফি এবং ৯৭১০.০০ টাকা ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল পরিশোধ করেছে।

অডিট সম্পর্কিত তথ্য: সমিতিটি নিবন্ধনের পর থেকে অডিট কার্যক্রম অব্যহত আছে। সকল অডিট অফিসার সমিতির কার্যক্রমে সন্তুষ্ট।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্য: সমিতির নামে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ হলিধানী, ঝিনাইদহ শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলা আছে। যাহার হিসাব নং ০২০০০০৮০০৩৮৪৪ । উক্ত হিসাবে ৩০.০৬.২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৬৬৪৯৯.০০ টাকা জমা আছে।

আথ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা: আথ- সামাজিক উন্নয়নে সমিতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বেকার ও স্বল্প আয়ের হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

চিত্রঃ গরু মোটা তাজাকরণ

সফল সমবায় সমিতি: আস্থা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ

আস্থা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতিটি ঝিনাইদহের প্রাণ কেন্দ্র মহিলা কলেজ পাড়ায় ২০১২ সালে নিবন্ধন নাম্বার ৪০/ঝি মূলে জেলা সমবায় দপ্তর, ঝিনাইদহ হতে নিবন্ধিত হয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। মাত্র ১৩(তের) বছরের ব্যবধানে সমিতিটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

সমিতির সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কার্যক্রমঃ বতমান সমিতির সদস্য সংখ্যা ২০৬১ জন এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ৪৮জন এবং মহিলা সদস্য ২০১৩জন।। সমিতি তার সদস্যদের মধ্যে নগদ অর্থে ঋণ কারক্রম না করে স্বল্প মুনাফায় সদস্যদের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় করে থাকে।

বর্তমানে সমিতির মোট পরিশোধীত শেয়ার মূলধনের পরিমান ১৪৮৫৬০০.০০ টাকা এবং সঞ্চং আমানত ২১৮১২৫৫.০০টাকা মোট কার্যকরী মূলধন ৫৭৪১৭১১.০০ টাকা। সমিতির সদস্যদের সহযোগী মনোভাবের কারণে প্রতি বছর শেয়ার এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমিতির তার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মোট ০৮ জন্য কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করেছে। এই সমিতির মাধ্যমে তারা নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছে।
সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গোডাউন এবং তিন কক্ষ বিশিষ্ট অফিস ঘর ভাড়া নিয়েছে। প্রতিবছর ভাড়া বাবদ ১৫৬০০০.০০ টাকা পরিশোধ করে থাকে।
৩১/০৫/২০২৩খ্রি. তারিখে নির্বাচিত ব্যবস্থানা কমিটির মাধ্যমে সমিতি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সমিতি তাদের সদস্যদের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য যেমন: গৃহস্থালি পণ্য, ফার্নিচার, ফ্রিজ, টেলিভিশন, গ্যাসের চুলা, সিলিন্ডার, ফ্যান, এসি, ওয়াশিং মেশিন, শোকেজ, খাট ওয়ারড্রপ ইত্যাদি ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে। চলতি বছর সদস্যদের মাঝে পণ্য ঋণ হিসেবে ৯২৩২১৮০.০০ প্রদান করেছে এবং বিগত পাওনাসহ চলতি বছর আদায় করা হয়েছে ১০০৪১১৮৬.০০ টাকা।

সমিতির নামে জনতা ব্যাংক লি:, ঝিনাইদহে শাখায় সঞ্চয়ী হিসাব খোলা আছে। ৩০/০৬/ ২০২৩খ্রি. তারিখ পর্যন্ত স্থিতির পরিমান ৮৫৪৩টাকা।

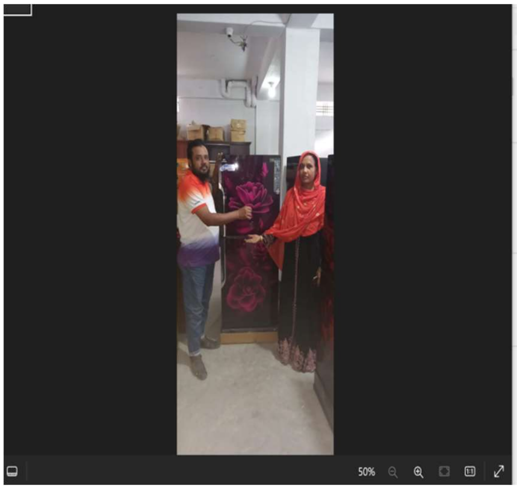

পণ্য বিতরণের চিত্র

সমিতির কার্যালয়

সফল সমবায়ী: জনাব ইছাহাক আলী

ঝিনাইদহ মুল শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার পশ্চিমে সবুজ ঘেরা ছায়াবিথি মায়াময় গ্রাম বেড়াশুলা। যেখানে বেড়াশুলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সামিতি লিঃ এর উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠা সভাপতি ও বর্তমান সম্পাদক জনাব ইছাহাক আলী,পিতার নাম- মৃত ইসমাইল হোসেন,গ্রা ম-বেড়াশুলা,ডাক-চন্ডিপুর,উপজেলাঃ- ঝিনাইদহ সদর , জেলাঃ- ঝিনাইদহ জন্ম গ্রহণ করেন। সমিতিটি নিবন্ধনের পর থেকে বর্তামান পর্যন্ত ১৫(পনের) বছরের ব্যবধানে তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সমিতির কার্যকরী মুলধন বর্তমান ৩৮৩১৫৯০.০০ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সমিতির রেকর্ড পত্র ও হিসাব বিবরনী তিনি নিজে দেখাশোনা করেন এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা কমিটি=১২ বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের সংখ্যা=০৩বার্ষিক সাধারণ সভার সুপারিশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিনি সমবায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ(আর ডিএ) বগুড়া ও.হিসাব নিরীক্ষা প্রশিক্ষণসহ অসংখ্য দক্ষতাবৃদ্ধি মুলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

তিনি সমিতির অন্যান্য সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণে প্রেরণ ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করে কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সমিতির সদস্য আজ ১৪৪ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে স্থানীয়ভাবে জমি বন্দক গরু পালন ডিস লাইনের ব্যবসা প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়নে তাঁর সাহসী ভুমিকা পালনের মাধ্যমে সার্বিক উন্নতি লাভ করছে।তিনি সমিতির ২৮ জন বেকার সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে জমি বন্দক ,গরু পালন, ডিস লাইনের ব্যবসা প্রকল্পে নিয়োগ করেছেন। তাঁর ব্যক্তি উদ্যোগে সমিতিতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার যেমন কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ব্যবহার অব্যহত আছে। তাঁর ব্যক্তি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সমিতিতে সদস্য বৃদ্ধিসহ আনেক সফল সমবায় উদ্যোক্তা সৃজীত হয়েছে এবং সকল উদ্যোক্তাগন এখন স্বাবলম্বী।

তিনি সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রতি বছর জাতীয় সমবায় দিবসে ব্যানার ,ফেস্টুন সহ সমবায় র‍্যালিতে অংশ গ্রহন করা এবং বিভিন্ন সমবায় কেন্দ্রীক অনুষ্ঠান প্রচার ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করে থাকেন। তাঁর ব্যক্তি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সমিতির মূলধনসহ সকল কার্যক্রম সন্তোষজনক।সমিতিটি বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার আদর্শ সমিতি বললে ভুল হবে না।তাঁর উদ্যোগে গ্রামের দুঃস্থ জনসাধারনের মাঝে শীতে শীত বস্ত্র বিতরণ,বর্ষায় বন্যা কবলিতদের ত্রান বিতরণ, শিক্ষাবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, ফ্রি চিকিৎসা সেবাসহ বিভিন্ন সমাজসেবামুলক কাজে তিনি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেন।তাঁর ব্যক্তি উদ্যোগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমিতি এ পর্যন্ত প্রায় ২৬ জন সদস্যকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়নমুলক কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে।

সফল সমবায় সমিতি: লাইফ কেয়ার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি:

ভূমিকা : ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার মালিয়াট ইউনিয়নের মালিয়াট গ্রামে লাইফ কেয়ার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি গঠন করা হয় অত্র সমবায় সমিতিটি ০৯/০৯/২০১৩ খ্রি: তারিখে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। যার নিবন্ধন নং-৪৭/ঝি, । নিবন্ধিত ঠিকানা :গ্রাম:মালিয়াট, ডাকঃ মঙ্গলপৈতা, উপজেলা:কালীগঞ্জ, জেলা: ঝিনাইদহ । এ সমিতির বর্তমান কর্ম ও সভ্য নির্বাচনী এলাকা কালীগঞ্জ উপজেলা ব্যাপী । এ সমিতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা । সমিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা। গঠিত এ মূলধন সদস্যের মাঝে ঋণ বিতরন এবং বিতরনকৃত ঋণ থেকে মুনাফা আদায় করে চক্রাকারে উৎপাদনে বিনিয়োগকরণ মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনে বিনিয়োগকরন মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ।

এ সমিতির মূল কাযক্রম ও লক্ষ্য হলো এলাকার পিছিয়ে পড়া নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতিতে সদস্যভুক্ত তাদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কাযক্রমে সম্পৃক্তকরণ এবং উৎপাদিত পণ্য সমূহ বাজারজাত করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা । এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণে সুযোগ দানের মাধ্যমে সদস্যদের সচেতনা সৃষ্টিসহ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সমিতির উদ্দেশ্য

- সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- দারিদ্র বিমোচনে স্ব-কর্মসংস্থানমুলক উদ্যোগসমুহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা ।
- বেকারত্ব দুরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বৃত্তিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা।
- সমবায়ের ভিত্তিতে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে সহায়ক কুটির ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের উদ্যোক্তা হিসাবে ভুমিকা নেওয়া।
- আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরী শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা।
- নিরক্ষতা দূরীকরণে অবদান রাখা।
- আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য করিতে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোক্তা হিসাবে ভুমিকা নেওয়া।
- সমবায়ের ভিত্তিতে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাযকর অবদান রাখা।
- সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বৃক্ষ রোপনে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা প্রদান করা ।
- সমাজ কল্যানমূলক কাযক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা ।
- নারী ও শিশু উন্নয়নে বিশেষ কাযক্রম পরিচালনা করা।
- ভোগ্য পণ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরন করা।
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনে ন্যায্য মূল্যের দোকান ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোর স্থাপন করা।

সমিতির বর্তমান মূল কার্যক্রমঃ

সভ্য নির্বাচনী ও কর্ম এলাকার পরিবারের সদস্যদেরকে এ সমিতিতে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পুঁজিগঠনসহ ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচীঃ

সদস্যের সংখ্যাঃ এ সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্নে সদস্যর সংখ্যা ছিল ২০ জন। বর্তমানে অর্থ্যাৎ ৩০/০৬/২৩ খ্রি: তারিখ পযন্ত ৬৩ জন। যার মধ্যে পুরুষ ৪০ জন ও মহিলা ২৩ জন ।

বিভিন্ন কর্মসূচীঃ এই সমিতিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী রয়েছে। যথা
১। সঞ্চয় জমা কর্মসূচী
২। ঋণ বিতরণ ।
৩। হাঁস মুরগিপালন ও গবাদিপশু পালন কর্মসুচী
৪। ন্যায্যমূল্য সদস্যদের মধ্যে পণ্য বিতরন।

কার্যক্রমের বর্ণনা:
শুরুতেই এ সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা । আর সে লক্ষ্যেই এ সমিতিতে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত এ সমিতিতে কার্যকরী মুলধনের পরিমাণ ৭,০৯,৬৮৮.০০ টাকা। গঠিত এ মূলধন বিভিন্ন উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

কিভাবে সফল হলো তার বর্ণনা:
এ সমিতির সফলতার মূলমন্ত্র হলো সদস্যদের একতাবদ্ধতা এবং পঁজি গঠনের মানসিকতা। শুরুর দিকে এ সমিতি সামান্যতম পুঁজি দিয়ে সীমিত পরিসরে ক্ষুদ্র ঋণ কাযক্রম শুরু করে। প্রশিক্ষিত সদস্যদের ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করতে উদ্বদ্ধ করে।

লভ্যাংশ বিতরণ অডিটফি ও সিডিএফ আদায়:
এ সমিতিতে প্রতিবছর ব্যায়ের তুলনায় আয় বেশি হয়ে থাকে। প্রতি বছর অডিট পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের মধ্যে বিধি মোতাবেক লভ্যাংশ বিতরন করে থাকে। এছাড়াও সমবায় সমিতি আইন,(সংশোধন)২০২৩ এ ধারা-৩৪(১)(গ) এবং বিধিমালা,২০২৪ এর বিধি-৮৪(২) মোতাবেক ধাযর্কৃত সিডিএফ যথাসময়ে পরিশোধ করে থাকে।

এ সমিতির ০৩ (তিন) অডিটবর্ষ ভিত্তিক অডিট ফি ও সিডিএফ পরিশোধের বিবরণী নিম্নরুপ

অর্থ বছর	অডিট ফি পরিশোধের পরিমান	সিডিএফ পরিশোধের পরিমাণ
২০২০-২০২১	২৭৪০.০০	৮২০.০০
২০২১-২০২২	০.০০	০.০০
২০২২-২০২৩	১০০০০.০০	৩৭৯২.০০

অডিট সম্পর্কিত তথ্যঃ
এ সমিতি সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ধারা ৪৩(১) অনুযায়ী প্রতি সমবায় বর্ষে নিরীক্ষা সম্পাদন করে থাকে।
ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্যঃ
এ সমিতির নামে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ শাখায় একটি সঞ্চয়ী হিসবি আছে। যার হিসাব নং ১৭০৭০৩১০১০৬১১৭ এবং ব্যাংক জমার পরেমাণ ৩৯,৯৭৩/- টাকা।
কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ
এসমিতর মাধ্যমে এলাকার নারী-পুরুষ সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কর্মকান্ডে সমপৃক্তকরণে ভুমিকা রেখে চলেছে।
সেবামুলক কার্যক্রমঃ
এ সমিতির সদস্যদের বিশেষতঃ সভাপতির আন্তরিকতা, উদ্যোগ ও মানবিকতার কারনে এ সমিতি সমাজে বিভিন্ন সেবা মুলক কার্যক্রমসহ জনসচেতনা সৃষ্টিতে নিরলস ভুমিকা রেখে চলেছে। যেমনঃ
ক) মানবিক সহায়তা প্রদান।
খ) করোনাকালীন সময়ে বিভিন্ন সচেতনামুলক কার্যক্রম পরিচালনা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।
গ) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী গ্রহণ
৪) নারী নিযাতন প্রতিরোধ,বাল্য বিবাহ রোধ,নারী ও শিশু পাচার রোধ,যৌতুক ও ইভটিজিং প্রতিরোধ।

<u>সফল সমবায়ী: মোঃ আতাউর রহমান</u>

সমবায়ীর নাম : মোঃ আতাউর রহমান, পিতার নামঃ মোঃ মকবুল হোসেন সরকার, মাতার নামঃ বেগম আনোয়ারা সরকার, পুর্ণ ঠিকানা: গ্রামঃ বলিদাপাড়া, ডাকঃনলডাঙ্গা , উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: ঝিনাইদহ।

সমিতির নাম: প্রকৃতি মেডিকপস্ স্বাস্থ্য সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি:, খ্রিঃ। রেজি নং- ০৮/খুল, তারিখঃ ২৫/০৩/২০১৩ খ্রিঃ।

সদস্য হওয়ার তারিখ: সমিতিটি ২০১৩ সালে নিবন্ধন লাভ করে। তিনি ২১/০৭/২০১৩ খ্রি: তারিখে অত্র সমবায় সমিতির সদস্য হন। তিনি বর্তমানে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি।

সমিতির সদস্যপদ গ্রহণের পর তিনি সদস্য হিসেবে সমিতির যাবতীয় রেকর্ড ও হিসাবপত্র সংরক্ষণে আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন। তিনি সমিতির সদস্য হওয়ার শুরু হইতে সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক সভায় উদ্বুদ্ধ পূর্বক নিয়মিত সদস্যগণকে পুজিঁগঠন করে সম্পদ বৃদ্ধিতে ভুমিকা ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই সমিতির নিজস্ব মূলধনের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ন আত্মনির্ভশীল ও সেবামূলক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থ চেষ্টায় ২০ জন সদস্য হতে ৮০৫ জন সদস্যে উন্নীত করেছেন।

তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাস করেন। তিনি হিসাব রক্ষকের মাধ্যমে দক্ষতার সাথে সকল রেকর্ড ও হিসাব সংরক্ষণ কাজ তদারকি করেন। তার দক্ষতা,বিচক্ষণতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার কারণেই সমিতিটি সুষ্ঠু হিসাব ব্যবস্থাপনা ও সমিতিতে যাবতীয় রেকর্ডপত্র সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রতি বছর বিধি মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর হিসাব বিবরণী দাখিল করেন।

সমিতির শুরু থেকেই সমিতির পুঁজি গঠন ও সম্পদ বৃদ্ধিতে তিনি ফলপ্রসু উদ্যোগ গ্রহণ করে পুঁজি গঠন ও সম্পদ বৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছেন। তাঁর কঠোর পরিশ্রম দৃঢ় প্রত্যয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের কারণেই সমিতিটির শেয়ার ২২৩৫৫০০.০০ টাকা সঞ্চয় ৫৬৪৯৫০.০০ টাকা।

স্ব উদ্যেগী ও আদর্শ সমবায়ী হিসেবে জনাব মোঃ আতাউর রহমান শুধু সমিতির শেয়ার ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করেই স্থির থাকেননি, সমিতির সর্বোচ্চ শেয়ার ও সঞ্চয় জমাদানকারীদের মধ্যে তিনি একজন। সমিতির ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত প্রস্তুতকৃত হিসাব বিবরনীর বিস্তারিত তালিকা দৃষ্টে তাঁর শেয়ার ৪০৫০০০.০০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ১১৫০০.০০ টাকা।

তিনি ইত:পূর্বে সমিতির সদস্য হিসেবে কোন ঋণ গ্রহন করেনি । বর্তমানে তাঁর কাছে সমিতির কোন ঋণ পাওনা নেই। তাছাড়া শুধু নিজের ক্ষেত্রেই নয় সকলের ঋণ গ্রহণ এবং গৃহীত ঋণ যথাসময়ে পরিশোধের ব্যাপারে তিনি কঠোর মনোভাবাপন্ন।

সততার প্রতীক জনাব, মোঃশআতাউর রহমান নিজে হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে যেমন স্বচ্ছ, প্রশাসনিক ও আর্থিক যে কোন অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম সম্পর্কে তিনি কঠিন মনোভাব পোষন করেন। তাঁর কঠোর অবস্থানের কারণে অদ্যাবদি উক্ত সমিতিতে কোন আর্থিক অনিয়ম বা আত্মসাতের কোন ঘটনা ঘটেনি। দায়িত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার উজ্জল দৃষ্টান্ত জনাব, মোঃ আতাউর রহমান । সমিতি প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব তিনি সানন্দচিত্তে গ্রহণ ও যথাসময়ে সূচারুরূপে বাস্তবায়নের কারনে সমবায়ীরা তাঁর উপর যে কোন দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকেন এবং তিনি তা যথাসম্ভব দুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। সমিতির উন্নয়নমূলক সকল কর্মকান্ড তিনি সার্বক্ষনিক সরেজমিনে তদারকি করেন।

সকল সময়ে, সকল অবস্থায় তিনি সমবায় আইন,বিধিমালা,উপ-আইন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত,আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সমবায় সংক্রান্ত কোন আইন এমনকি কোন পরিপত্রের নির্দেশনা অমান্য করার কোন প্রমান নেই। এছাড়া সকলকে সমবায়ের বিদ্যমান আইন প্রতিপালনে সর্বদা উৎসাহিত করেন।তিনি সমবায় আইন বিধি ও উপ-আইনর বিধান প্রতিফলনে কর্মচারীদের পাশাপাশি সদস্যদেরও উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে থাকেন।

সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে তিনি একাধিকবার সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। যথাসময়ে যথানিয়মে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ,সাধারণ সভাসহ সকল সভায় তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং অন্যকে তা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বর্তমানে তিনি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি পদে অবস্থান করছেন। সমিতির সকল কার্যক্রমে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করে আসছেন।

কালীগঞ্জ উপজেলায় তিনি একজন আদর্শ সমবায়ী হিসেবে সুপরিচিত। প্রতিটি অবস্থাতেই তিনি মনে-প্রাণে একজন সমবায়ী,সমবায়ের আদর্শ ও নীতি অনুসরণে তিনি উপজেলা ও জেলায় অবদান রেখে চলেছেন। সমবায়ের নীতি আদর্শের প্রতি তিনি অবিচল থেকে অন্যদেরকেও সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত হতে সর্বদা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছেন। এলাকাই নতুন নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিই তার প্রেরণ।

সমবায়ের একনিষ্টকর্মী ও আদর্শ সমবায়ী হিসেবে তিনি সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে অদ্যবধি সমিতির কাযর্ক্রম পরিচালনায় সময়ে সময়ে জারিকৃত সমবায় আইন, বিধিমালা, পরিপত্রসহ সমবায় সংক্রান্ত সকল প্রকার সরকারি আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালনে তিনি অগ্রগণ্য। তাঁর নিজের সমিতি ছাড়াও তাঁর কর্তৃক সংগঠিত অন্য সমিতিগুলোকেও সমবায় আইন যথাযথভাবে প্রতিপালনে তিনি উৎসাহিত করে থাকেন।

তিনি সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এলাকার ও সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি তিনতলা বিশিষ্ট আধুনিক মানসম্পন্ন হাসপাতাল নির্মাণ করেছেন যা সমবায় অঙ্গনে অনন্য সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান।

তিনি একজন উন্নয়ন কর্মী এবং দীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় ধরে তিনি জাপান ভিত্তিক স্বেচ্ছাব্রতী প্রতিষ্ঠান হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড এর সাথে জড়িত। জাপানের কৃষি সমবায় এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বাংলাদেশেরও কৃষকদের মধ্যে সমবায় বিকাশে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, সমবায় এর পক্ষে সেমিনার আয়োজন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি গ্রাম্য জনগোস্ঠীর মাধ্যমে কেঁচো কম্পোষ্ট সার উৎপাদনের উদ্যোক্তা, টেইনার্স, মাশরুম, মৎস্য, নার্সারী ও হাঁস-মুরগী পালনের উদ্যোক্তা সৃজন করেছেন।

তিনি সমবায় আন্দোলনে বিভিন্ন সময় অগ্রনী ভুমিকা পালন করেছেন। তার ব্যক্তিগত আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই সমবায় সমিতির অভুতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এছাড়াও তিনি সময়ায় বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। বিভিন্ন সমবায় সমিতির প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কালীগঞ্জ উপজেলার ১৩টি গ্রামে প্রায় ২৮টি ক্ষুদ্র নারী সংগঠন তৈরি করতে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন । এছাড়া তিনি বিকশিত নারী ও শিশু কল্যাণ সংস্থার উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি “ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব” সংগঠণের প্রতিষ্ঠাতা কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসিবে ২০০১ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি দেশব্যাপী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে মেলবন্ধনের ভূমিকা পালন করছেন এবংসমিতির নিজস্ব হাসপাতাল নির্মাণে নেতৃত্ব প্রদান করছেন। স্থানীয় দরিদ্র জনগনের আর্থিক সাহায্য প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, মেধাবী ও গরীব ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা সহ নিরক্ষরতা দুরীকরণ, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার ইত্যাদি নিশ্চিত হয়ে থাকে।

তিনি নিজেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমিতির প্রকল্পগুলির উন্নয়নের জন্য বিভিন্নভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকেন। তিনি কালীগঞ্জে যে সমবায় সমিতি গড়ে তুলেছেন এবং নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার বেশিরভাগ সদস্যই সমাজের পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী। তিনি নারীর ক্ষমতায়ন নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সমবায়ী শক্তির বিকাশে কাজ করে চলেছেন। মেসেঞ্জার গ্রুপ তথা সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার, কম্পিউটার বেজড্ এডুকেশন, সদস্যদের স্মার্ট ফোনের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সবাইকে সর্বক্ষনিক নির্দেশনা প্রদান,সংযুক্ত থাকা ইত্যাদি। এছাড়া তিনি বাংলাদেশে সমবায় ভিত্তিক নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ও সমবায়ী।

তিনি প্রকৃতি মেডিকপস্ স্বাস্থ্য সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর নিজস্ব হাসপাতাল নির্মাণে ও নিয়মিত উচ্চমানের সেবার ভূয়সী ভূমিকা রেখে চলেছেন। উল্লেখ্য এ প্রতিষ্ঠানটি ক্যান্সারসহ সাবসেন্টার বিশেষায়িত সেবার ক্যাম্প পরিচালনা করে থাকে। অনলাইনের মাধ্যমে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করছে। এছাড়া সরকারী টিকাদান কেন্দ্রে ও স্বাস্থ্য পাঠশালা গঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন।

তিনি একজন সফল এবং অভিজ্ঞ সমবায়ী। তাঁর সমবায়ের উপর যতেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। সমিতিতে যে সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় সেখানে এবং সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষনে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ।

তাঁর প্রচেষ্টায় তাঁর এলাকার বিভিন্ন পরিবার থেকে তিনি সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত করেছেন। সদস্য বৃদ্ধিতে তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব ও সময়োপযোগী ভূমিকার ফলে সমিতিতে স্থায়ীভাবে ০৯ জনের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

একজন প্রকৃত সমবায় মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি মোঃ আতাউর রহমান ,তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন। এ কারণে অফিসে এলেই তিনি কর্মচারীদের কাজকর্ম ও গতিবিধির প্রতি নজর রাখেন এবং প্রয়োজনে তাদের পরামর্শ দেন ও কাজকর্ম তদারকী করেণ। সমিতির উৎপাদনমূলক কর্মকান্ড তিনি সরাসরি তত্ত্বাবধান করায় সকল প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ প্রকল্পের আয় বৃদ্ধিসহ সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করছে।

ভালো কাজের আশানুরুপ ফলাফল প্রাপ্তির জন্য দক্ষতার বিকল্প নেই। তাই কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তিনি উৎসাহিত করেন। তার উদ্যোগে নিয়মিত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মচারীগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে কাজে মনোনিবেশ করেন এবং নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তার পরামর্শ ও মতামত গ্রহণে কর্মচারীগণ সদা তৎপর।

সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উজ্জলদৃষ্টান্ত তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সদালাপী একজন মানুষ। সমিতির সকল পর্যায়ের কাজে তিনি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব পোষন করেন। কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টিতে তিনি মূখ্য ভূমিকা পালন করেন।

তিনি বিশ্বাস করেন সমবায় মেহনতি ও স্বল্প আয়ের মানুষকে আলোর পথ দেখাতে পারে। সকলকে সমবায় সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বা নতুন সমিতি গঠনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। জাতীয় সমবায় দিবসে তার সমিতিতে এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকান্ডে তিনি সমিতির সদস্যদের নিয়ে র‌্যালি নিয়ে স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

<u>সফল সমবায় সমিতি: ফ্রেন্ডস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি:</u>

ভূমিকা : ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলায় ফ্রেন্ডস সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি গঠন করা হয় অত্র সমবায় সমিতিটি ১০/০৬/২০২০ খ্রি: তারিখে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। যার নিবন্ধন নং-০৬/ঝি, । নিবন্ধিত ঠিকানা :গ্রাম:কোটচাঁদপুর হাসপাতাল পাড়া, ডাক:কোটচাঁদপুর, উপজেলা:কোটচাঁদপুর জেলা: ঝিনাইদহ । এ সমিতির বর্তমান কর্ম ও সভ্য নির্বাচনী এলাকা কোটচাঁদপুর উপজেলা ব্যাপী । এ সমিতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা । সমিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা। গঠিত এ মূলধন সদস্যের মাঝে ঋণ বিতরন এবং বিতরনকৃত ঋণ থেকে মুনাফা আদায় করে চক্রাকারে উৎপাদনে বিনিয়োগকরণ মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনে বিনিয়োগকরন মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ।

এ সমিতির মূল কাযক্রম ও লক্ষ্য হলো এলাকার পিছিয়ে পড়া নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতিতে সদস্যভুক্ত তাদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কাযক্রমে সম্পৃক্তকরণ এবং উৎপাদিত পণ্য সমূহ বাজারজাত করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা । এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণে সুযোগ দানের মাধ্যমে সদস্যদের সচেতনা সৃষ্টিসহ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সমিতির উদ্দেশ্য

- সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- দারিদ্র বিমোচনে স্ব-কর্মসংস্থানমুলক উদ্যোগসমুহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা ।
- বেকারত্ব দুরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বৃত্তিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা।
- সমবায়ের ভিত্তিতে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে সহায়ক কুটির ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের উদ্যোক্তা হিসাবে ভুমিকা নেওয়া।
- আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরী শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা।
- নিরক্ষতা দূরীকরণে অবদান রাখা।
- আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য করিতে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোক্তা হিসাবে ভুমিকা নেওয়া।
- সমবায়ের ভিত্তিতে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাযকর অবদান রাখা।
- সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বৃক্ষ রোপনে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা প্রদান করা ।
- সমাজ কল্যানমূলক কাযক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা ।
- নারী ও শিশু উন্নয়নে বিশেষ কাযক্রম পরিচালনা করা।
- ভোগ্য পণ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরন করা।
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনে ন্যায্য মূল্যের দোকান ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোর স্থাপন করা।

সমিতির বর্তমান মূলকাযক্রমঃ

সভ্য নির্বাচনী ও কর্ম এলাকার পরিবারের সদস্যদেরকে এ সমিতিতে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পুঁজিগঠনসহ ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচীঃ

সদস্যের সংখ্যা বিভিন্ন কর্মসূচী এ সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্নে সদস্যর সংখ্যা ছিল ২০ জন। বর্তমানে অর্থ্যাৎ ৩০/০৬/২৩ খ্রি: তারিখ পযন্ত

এ সমিতির সদস্যর সংখ্যা ১৫০ জন । যার মধ্যে পুরুষ ১১৫ জন ও মহিলা ৩৫জন । এই সমিতিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী রয়েছে। যথা

১। সঞ্চয় জমা কর্মসূচী

২। ঋণ বিতরণ ।

৩। হাঁস মুরগিপালন কর্মসুচী

৪। ন্যায্যমূল্য সদস্যদের মধ্যে পন্য বিতরন।

কার্যক্রমের বর্ণনা:

শুরুতেই এ সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা । আর সে লক্ষ্যেই এ সমিতিতে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত এ সমিতিতে কার্যকরী মুলধনের পরিমাণ ৫০৪৮৬৬.০০ টাকা। এবং গঠিত এ মূলধন বিভিন্ন উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

কিভাবে সফল হলো তার বর্ণনা:

এ সমিতির সফলতার মূলমন্ত্র হলো সদস্যদের একতাবদ্ধতা এবং পূঁজি গঠনের মানসিকতা। শুরুর দিকে এ সমিতি সামান্যতম পুঁজি দিয়ে সীমিত পরিসরে ক্ষুদ্র ঋণ কাযক্রম শুরু করে। প্রশিক্ষিত সদস্যদের ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করতে উদ্বদ্ধ করে।

লভ্যাংশ বিতরণ অডিটফি ও সিডিএফ আদায়:

এ সমিতিতে প্রতিবছর ব্যায়ের তুলনায় আয় বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরন না করে পুজি গঠনের জন্য সদস্যদের নামীয় সঞ্চয়ের সাথে যোগ করে সঞ্চয় ও মূলধন বৃদ্ধি করা হয় ।

সদস্যদের মধ্যে বিধি মোতাবেক লভ্যাংশ বিতরন করে থাকে। এছাড়াও সমবায় সমিতি আইন,(সংশোধন)২০২৩ এ ধারা-৩৪(১)(গ) এবং বিধিমালা,২০২৪ এর বিধি-৮৪(২) মোতাবেক ধার্যকৃত সিডিএফ যথাসময়ে পরিশোধ করে থাকে।

এ সমিতির অডিট বর্ষভিত্তিক অডিট ফি ও সিডিএফ পরিশোধের বিবরণী নিম্নরুপ

অর্থ বছর	অডিট ফি পরিশোধের পরিমান	সিডিএফ পরিশোধের পরিমাণ
২০২০-২০২১	১০০০০.০০	১৫৭৫৩.০০
২০২১-২০২২	১০০০০.০০	৮৩৬৮.০০
২০২২-২০২৩	১০০০০.০০	৮৭৮৮.০০

অডিট সম্পর্কিত তথ্যঃ

এ সমিতি সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ধারা ৪৩(১) অনুযায়ী প্রতি সমবায় বর্ষে নিরীক্ষা সম্পাদন করে থাকে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্যঃ

এ সমিতির নামীয় ব্যাংক হিসাব নেই।

কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ

এসমিতর মাধ্যমে এলাকার নারী-পুরুষ সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কর্মকান্ডে সমপৃক্তকরণে ভুমিকা রেখে চলেছে।

সেবামুলক কার্যক্রমঃ

এ সমিতির সদস্যদের বিশেষতঃ সভাপতির আন্তরিকতা,উদ্যোগ ও মানবিকতার কারনে এ সমিতি সমাজে বিভিন্ন সেবা মুলক কার্যক্রমসহ জনসচেতনা সৃষ্টিতে নিরলস ভুমিকা রেখে চলেছে। যেমনঃ

ক) মানবিক সহায়তা প্রদান।

খ) করোনাকালীন সময়ে বিভিন্ন সচেতনামুলক কার্যক্রম পরিচালনা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

গ) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী গ্রহণ

৪) নারী নিযাতন প্রতিরোধ,বাল্য বিবাহ রোধ,নারী ও শিশু পাচার রোধ,যৌতুক ও ইভটিজিং প্রতিরোধ।

সফল সমবায়ী: মোঃ শহিদুল ইসলাম

সমবায়ীর নাম : মোঃ শহিদুল ইসলাম, পিতার নামঃ মোঃ নূরুল ইসলাম, মাতার নামঃ সুফিয়া বেগম পুরণ ঠিকানা: গ্রামঃ কোটচাঁদপুর আদশপাড়া ,ডাকঃকোটচাঁদপুর , উপজেলা: কোটচাঁদপুর, জেলা: ঝিনাইদহ।

সমিতির নাম: রুপসী বাংলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি:, খ্রিঃ। রেজি নং- ৪৩/ঝি,তারিখঃ ২৭/১২/২০২১ খ্রিঃ।

সদস্য হওয়ার তারিখ: সমিতিটি ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ০১/১০/২০২০ খ্রি: তারিখে তিনি সদস্য পদ লাভ করেন। ২০২০ সালে সমিতিটি নিবন্ধন লাভ করে। তিনি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য।

সমিতির সদস্যপদ গ্রহণের পর তিনি সদস্য হিসেবে সমিতির যাবতীয় রেকর্ড ও হিসাবপত্র সংরক্ষণে আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন।

তিনি এইচ এস সি পাস। তিনি হিসাব রক্ষকের মাধ্যমে দক্ষতার সাথে সকল রেকর্ড ও হিসাব সংরক্ষণ কাজ তদারকি করেন। তার দক্ষতা,বিচক্ষণতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার কারণেই সমিতিটি সুষ্ঠু হিসাব ব্যবস্থাপনা ও সমিতিতে যাবতীয় রেকর্ডপত্র সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রতি বছর বিধি মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর হিসাব বিবরণী দাখিলে সমস্যা হয় না।

সমিতির শুরু থেকেই সমিতির পুঁজি গঠন ও সম্পদ বৃদ্ধিতে তিনি ফলপ্রসু উদ্যোগ গ্রহণ করে পুঁজি গঠন ও সম্পদ বৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছেন। তাঁর কঠোর পরিশ্রম দৃঢ় প্রত্যয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের কারণেই সমিতিটির শেয়ার ২৪,০০০.০০ টাকা সঞ্চয় ২৮১৮০.০০ টাকা।

স্ব উদ্যেগী ও আদর্শ সমবায়ী হিসেবে জনাব মোঃশহিদুল ইসলাম , শুধু সমিতির শেয়ার ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করেই স্থির থাকেননি, সমিতির সর্বোচ্চ শেয়ার ও সঞ্চয় জমাদানকারীদের মধ্যে তিনি একজন। সমিতির ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত প্রস্তুতকৃত হিসাব বিবরনীর বিস্তারিত তালিকা দৃষ্টে তাঁর শেয়ার ১,০০০.০০ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ১১০০.০০ টাকা।

তিনি ইত:পূর্বে সমিতির সদস্য হিসেবে কোন ঋণ গ্রহন করেনি বর্তমানে তাঁর কাছে সমিতির কোন ঋণ পাওনা নেই। তাছাড়া শুধু নিজের ক্ষেত্রেই নয় সকলের ঋণ গ্রহণ এবং গৃহীত ঋণ যথাসময়ে পরিশোধের ব্যাপারে তিনি কঠোর মনোভাবাপন্ন।

সততার প্রতীক জনাব, মোঃশহিদুল ইসলাম, নিজে হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে যেমন স্বচ্ছ,প্রশাসনিক ও আর্থিক যে কোন অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম সম্পর্কে তিনি কঠিন মনোভাব পোষন করেন। তাঁর কঠোর অবস্থানের কারণে অদ্যাবদি উক্ত সমিতিতে কোন আর্থিক অনিয়ম বা আত্মসাতের কোন ঘটনা ঘটেনি। দায়িত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জনাব, মোঃ শহিদুল ইসলাম, সমিতি প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব তিনি সানন্দচিত্তে গ্রহণ ও যথাসময়ে সূচারুরুপে বাস্তবায়নের কারনে সমবায়ীরা তাঁর উপর যে কোন দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকেন এবং তিনি তা যথাসম্ভব দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। সমিতির উন্নয়নমূলক সকল কর্মকান্ড তিনি সার্বক্ষনিক সরেজমিনে তদারকি করেন।

সকল সময়ে, সকল অবস্থায় তিনি সমবায় আইন,বিধিমালা,উপ-আইন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত,আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সমবায় সংক্রান্ত কোন আইন এমনকি কোন পরিপত্রের নির্দেশনা অমান্য করার কোন প্রমান নেই। এছাড়া সকলকে সমবায়ের বিদ্যমান আইন প্রতিপালনে সর্বদা উৎসাহিত করেন।তিনি সমবায় আইন বিধি ও উপ-আইনর বিধান প্রতিফলনে কর্মচারীদের পাশাপাশি সদস্যদেরও উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে থাকেন।

সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে তিনি একাধিকবার সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।যথাসময়ে যথানিয়মে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ,সাধারণ সভাসহ সকল সভায় তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং অন্যকে তা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বর্তমানে তিনি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সদস্য পদে অবস্থান করছেন। সমিতির সকল কার্যক্রমে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করে আসছেন।

কোটচাঁদপুর উপজেলায় তিনি একজন আদর্শ সমবায়ী হিসেবে সুপরিচিত। প্রতিটি অবস্থাতেই তিনি মনে-প্রাণে একজন সমবায়ী,সমবায়ের আদর্শ ও নীতি অনুসরণে তিনি উপজেলা ও জেলায় অবদান রেখে চলেছেন।সমবায়ের নীতি আদর্শের প্রতি

তিনি অবিচল থেকে অন্যদেরকেও সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত হতে সর্বদা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছেন। এলাকাই নতুন নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিই তার প্রেরণ।

সমবায়ের একনিষ্টকর্মী ও আদর্শ সমবায়ী হিসেবে তিনি সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে অদ্যবধি সমিতির কাযর্ক্রম পরিচালনায় সময়ে সময়ে জারিকৃত সমবায় আইন,বিধিমালা,পরিপত্রসহ সমবায় সংক্রান্ত সকল প্রকার সরকারি আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালনে তিনি অগ্রগণ্য। তাঁর নিজের সমিতি ছাড়াও তাঁর কর্তৃক সংগঠিত অন্য সমিতিগুলোকেও সমবায় আইন যথাযথভাবে প্রতিপালনে তিনি উৎসাহিত করে থাকেন।

সমবায়ী হিসেবে তিনি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট কুষ্টিয়া থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণও তিনি একাধীক বার গ্রহণ করেছেন। এ সমস্ত প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তিনি সমিতি পরিচালনার কাজে লাগিয়েছেন, যার সুফল রুপসী বাংলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ পেয়েছে এবং একটি সফল ও দৃষ্ঠান্ত স্থাপনকারী সমিতিতে পরিনত হয়েছে।প্রতিটি প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর তিনি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাধারণ সদস্যদের মাঝে আভ্যন্তরিণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

তিনি একজন সফল এবং অভিজ্ঞ সমবায়ী। তাঁর সমবায়ের উপর যতেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। সমিতিতে যে সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় সেখানে এবং সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষনে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ।

তাঁর প্রচেষ্টায় তাঁর এলাকার বিভিন্ন পরিবার থেকে তিনি সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত করেছেন। সদস্য বৃদ্ধিতে তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৪ জন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব ও সময়োপযোগী ভূমিকার ফলে সমিতিতে স্থায়ীভাবে সমিতিতে ০৯ জনের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

কর্মচারীদের মাঝে শৃঙ্খলা থাকলে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পাশাপাশি কর্মচারীরাও উপকৃত হবেন এ মতবাদে তিনি নিজে বিশ্বাসী। এ বিশ্বাসকে মাথায় রেখে এবং তাঁর নিজস্ব দক্ষতা দিয়ে কর্মচারীদের তিনি সব সময় শৃঙ্খলার সাথে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কর্চারীদের মধ্যে সৌহাদ্যপূর্ণ সহাবস্থান বিদ্যমান।

একজন প্রকৃত সমবায় মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি মোঃ শহিদুল ইসলাম ,তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন। এ কারণে অফিসে এলেই তিনি কর্মচারীদের কাজকর্ম ও গতিবিধির প্রতি নজর রাখেন এবং প্রয়োজনে তাদের পরামর্শ দেন ও কাজকর্ম তদারকী করেণ। সমিতির উৎপাদনমূলক কর্মকান্ড তিনি সরাসরি তত্ত্বাবধান করায় সকল প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ প্রকল্পের আয় বৃদ্ধিসহ সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করছে।

ভালোকাজের আশানুরুপ ফলাফল প্রাপ্তির জন্য দক্ষতার বিকল্প নেই। তাই কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তিনি উৎসাহিত করেন। তার উদ্যোগে নিয়মিত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মচারীগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে কাজে মনোনিবেশ করেন এবং নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তার পরামর্শ ও মতামত গ্রহণে কর্মচারীগণ সদা তৎপর।

সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উজ্জলদৃষ্টান্ত তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সদালাপী একজন মানুষ। সমিতির সকল পর্যায়ের কাজে তিনি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব পোষন করেন। কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টিতে তিনি মূখ্য ভূমিকা পালন করেন।

তিনি বিশ্বাস করেন সমবায় মেহনতি ও স্বল্প আয়ের মানুষকে আলোর পথ দেখাতে পারে। সকলকে সমবায় সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বা নতুন সমিতি গঠনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। জাতীয় সমবায় দিবসে তার সমিতিতে এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকান্ডে তিনি সমিতির সদস্যদের নিয়ে র‌্যালি নিয়ে স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

সমবায়ের মাধ্যমে অসচ্ছল সাধারণ মানুষকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সমবায় কাযক্রমে জড়িত হন। তারপর ২০১১ সালে মাত্র ২০ জন সহযোগী নিয়ে রুপসী বাংলা সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি: গঠন করেন। সমিতিটি ২০২০ সালে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। সেই থেকে আজও তিনি সমবায়ের অগ্রযাত্রায় অবদান রেখে চলেছেন। তিনি সমিতির সুদিন দুর্দিন তথা চড়াই-উৎরাইয়ের সাথে আছেন।

সমবায় আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা স্বরূপ তিনি নিয়মিত সমবায়ের সুফল প্রচার করেন,সমবায় দপ্তরের সাথে একান্ত হয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমিতিতে বেশি বেশি সঞ্চয় করে অন্যদেরকে বেশি সঞ্চয় জমা রাখতে উৎসাহিত করেন।

তাঁর সমিতে নিবন্ধনের পর হতে, কোন মামলার উদ্ভব না হওয়ায় তিনি কোন মামলাল বাদী অথবা বিবাদী হননি। তাঁর বিরুদ্ধে কখনো কোন অভিযোগও উথ্থাপিত হয়নি।

সফল সমবায় সমিতি: বাগাডাঙ্গা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

ভূমিকাঃ ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে গড়ে ওঠা **‘ বাগাডাঙ্গা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ’ একটি সফল সমবায় সমিতি ।**সমিতির সদস্যদের উদ্যোগ এবং উদ্যোগী সমবায়ীদের সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচনে সমবায় বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, সমবায়ীদের মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নসহ উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে নিরলস প্রচেষ্টার জন্য এ সমিতিকে উপজেলার সফল সমবায় সমিতি হিসেবে পরিচিতি এনে দিয়েছে।

সমিতির নিবন্ধন ও বর্তমান অবস্থা : সমিতিটি জেলা সমবায় কার্যালয় ,ঝিনাইদহ হতে নিবন্ধন লাভ করে। যার নিবন্ধন নং ৮৬/ঝি ,তারিখ : ১৯/০৮/১৯৯৫খ্রি.(সংশোধিত নিবন্ধন নং ২১/ঝি, তারিখ: ২০/০৬/২০২৩খ্রি.) ঠিকানা : গ্রাম : বাগাডাঙ্গা ,ডাকঘর : নেপা , উপজেলা : মহেশপুর , জেলা : ঝিনাইদহ। সমিতির সভ্য নির্বাচনী এলাকা বাগাডাঙ্গা গ্রাম এবং কর্ম এলাকা নেপা ইউনিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ । সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ৩৫,১৮০/- , সঞ্চয় আমানত : ৩,৬১,৭০৬/- এবং সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন : ৬,১৯,৭৮৪/- । সমিতিটি একটি সফল সমবায় সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

নিবন্ধিত উপ-বিধিতে বর্ণিত প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

- এলাকার জনগোষ্ঠিকে সমবায় সমিতিতে সদস্যভুক্ত করে সমবায়ের মাধ্যমে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা।
- গঠিত এ মুলধন অন্যান্য কৃষিকাজের পাশাপাশি মৎস্যচাষে বিনিয়োগকরণ এবং বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
- দারিদ্র বিমোচন স্ব-কর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।
- সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- সমবায়ের ভিত্তিতে মৎস্য উৎপাদন ও বিপননের ব্যবস্থা করা ।

সমিতির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

শুরুর দিকে এ সমিতি সামান্যতম পুঁজি দিয়ে সীমিত পরিসরে এলাকার ছোটখাটো পুকুর লিজ নিয়ে মাছ চাষ, ক্রয় ও বিক্রয়ের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে সরকারী জলমহাল ইজারা নিয়ে মৎস্যচাষ করে সমিতি মুনাফা অর্জন করে কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ লক্ষ্যনীয়।

এ সমিতিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম/কর্মসূচি রয়েছে। যথাঃ

ক) সঞ্চয় জমা কর্মসূচি।

খ) মৎস্য উৎপাদন ও বিক্রয় কর্মসূচি।

গ) বিভিন্ন প্রকার মৎস্যচাষ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকরণে গৃহীত পদক্ষেপঃ

সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকরণের লক্ষ্যে যথাযথভাবে সমিতির রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ। প্রতিনিয়ত অডিট ফি ও সিডিএফ পরিশোধ করা। সমিতিতে সাইনবোর্ড স্থাপন এবং সীলমোহর সংরক্ষিত আছে। সমিতির নামীয় ব্যাংক একাউন্ট আছে। সমিতির ধারাবাহিকতা ও টেকসই নিশ্চিতকরণে সমবায় সমিতি আইন ২০01 (সংশোধন ২০০২ ও ২০১৩) এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধি প্রতিপালনের ফলে সমিতির কর্মকান্ডে স্বচ্ছতাসহ কর্মচঞ্চলতা এসেছে।

<u>সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ</u>

সমিতির সাফল্যের জন্য এ সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড ও সদস্যদের কর্মসৃজন বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছেঃ

ক) সমিতির কার্যক্রম সমগ্র উপজেলায় বিস্তৃতিকরণ।

খ) সমবায় ভিত্তিতে মৎস্য উৎপাদন ও বিপননের ব্যবস্থা করা অব্যাহত রাখা।

গ) সমিতির প্রতি সদস্যকে উদ্যোক্তা হিসেবে সৃজন করা।

সর্বোপরি সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার যুবককের স্ব-কর্মসংস্থানে অর্ন্তভুক্তকরণ এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানসহ ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে অবদান রাখা।

<u>পরিশেষঃ</u> সমিতিটি তাঁর সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে আসছে। যথাযথ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেলে সমিতির উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড আরও গতিশীল ও বেগবান হবে ।এর ফলে আলোচ্য সমিতি একদিন সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাবে।

Figure 1 **উপজেলা সমবায় অফিসার, মহেশপুর,ঝিনাইদহ এর সাথে সমিতির সদস্যগন**

<u>সফল সমবায়ী: মোঃ মখলেছুর রহমান</u>

জনাব মোঃ মখলেছুর রহমান সমবায়ের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ২০১০ সনে গড়ে তোলেন মহেশপুর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ। তিনি সমিতির একজন প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য এবং অন্যতম সংগঠক। সমিতিটি মহেশপুর উপজেলার শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত। সমিতিটি শিক্ষকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধনের পরিমান প্রায় ৫.৫০ (সাড়ে পাঁচ কোটি) টাকা।

<u>সমবায়ীর ব্যক্তিগত পরিচিতি :</u>

সমবায়ীর নাম: মোঃ মখলেছুর রহমান পিতার নাম : মোঃইদ্রিস আলী খাঁন, গ্রাম: গাড়াবাড়ীয়া, ডাকঘর : মহেশপুর ,উপজেলা: মহেশপুর, জেলা: ঝিনাইদহ

সমিতির নাম: মহেশপুর উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

- সমবায় সমিতিতে সদস্যপদ গ্রহণের তারিখ : ২৮/০৩/২০১০ , সদস্য নং - ১৮
- ব্যক্তিগত শেয়ার ও সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ (টাকায়) শেয়ার : ৮,৭০০/- সঞ্চয় আমানত: ২১,৭১৩/-
- ব্যক্তিগত ঋণগ্রহণ ও পরিশোধের পরিমাণ (টাকায়) ঋণগ্রহণ : ৩,৪০,০০০/- ,ঋণ পরিশোধ : ৩,২৬,২০০/-

<u>সমিতিতে তাঁর অবদান:</u>

- ব্যবস্থাপনা কমিটিতে দায়িত্ব পালন করায় সমিতির পুঁজি গঠন ও সম্পদ বৃদ্ধিতে অবদান রয়েছে।
- সমিতির হিসাব সংরক্ষণে দক্ষতা ও সমিতির আর্থিক অব্যবস্থাপনা নিষ্পত্তি করার দক্ষতা যথেষ্ঠ ।
- ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন
- ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সমিতির ১০০ (একশত) জন সদস্য বৃদ্ধিসহ সমিতির পুঁজি গঠনে অবদান রেখেছেন।
- তাঁর প্রচেষ্ঠায় সমিতিতে ০৩ (তিন) জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে।

<u>ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি :</u>

- সমিতি সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তের প্রয়োজন হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে অডিট আপত্তিতে অর্থ তছরুপের কোনো বিষয় উল্লেখ নেই।
- তাঁর বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে কোন মামলা নেই।

<u>দক্ষ সমবায়ী :</u>

সমিতিটি কাল্বের অর্ন্তভুক্ত হওয়ায় কাল্ব প্রদত্ব সিউডিসি কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া সমবায় বিভাগ হতে পরিচালালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে নিজেকে একজন দক্ষ সমবায়ী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। পাশাপাশি অন্যান্য সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা আছে।

<u>তথ্য ও প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী :</u>

- তাঁর প্রচেষ্ঠায় সমিতিতে সমিতির ডাটাবেজ ও হিসাব সংরক্ষণ সফটওয়্যার চালু ,ই-মেইল ও ফেসবুক গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে।যার ফলে সমিতির তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য আদান প্রদানের পথ সহজ হয়েছে।

<u>সমবায় আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :</u>

- জাতীয় সমবায় দিবসে স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ করেন । এছাড়া সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধকরণে সমবায়ের দর্শণ সম্পর্কে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা করে সমবায় আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।
- আদর্শ সমবায় গঠনে তাঁর নেতৃত্বের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ : সমিতিতে নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, এজিএম অনুষ্ঠান ,সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন ,ব্যবস্থাপনা কমিটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে আদর্শ সমবায় হিসেবে গড়ে তুলতে তাঁর ভূমিকা রয়েছে।

<u>জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁর অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :</u>

- সমিতির মাধ্যমে সদস্য ও তাদের পরিবারের মধ্যে চিকিৎসা সহযোগীতার ব্যবস্থা করা।

- সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- সমিতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক দূর্যোগে সহযোগিতা ।
- সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের অবসরকালীন সম্মানীর ব্যবস্থা করা।
- সমিতির মাধ্যমে মৃত সদস্যদের মিউচুয়াল বেনিফিট প্রদান। এছাড়া করোনা পরিস্থিতিতে অসহায়দের মধ্যে খাদ্য ও সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ।

সর্বপরি জনাব মোঃ মখলেছুর রহমান ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার একজন দক্ষ ও সফল সমবায়ী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

2 ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ।

সফল সমবায় সমিতি: হিড সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ

হিড সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি লিঃ এর ক্রমবর্ধমান সফলতার বিবরণ:
রেজি নং:১৮/ঝি, তারিখ: ২০/০৫/২০১৯খ্রি.
ঠিকানা: গ্রাম: চাঁদপুর, পো: কন্যাদহ, উপজেলা: হরিণাকুন্ডু, জেলা: ঝিনাইদহ।

ঐতিহ্যবাহী ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলায় চাঁদপুর নামক গ্রামের কয়েক জন স্বল্প শিক্ষিত বেকার যুবক একত্রিত হয়ে নিজেদের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে হিড সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতিটি গঠন করে এবং জেলা সমবায় কার্যালয়, ঝিনাইদহ হতে সমিতিটি বিগত ২০/০৫/২০১৯খ্রি. তারিখ নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। নিবন্ধনের সময়ে এই সমিতিটি নিয়ে সদস্যদের মধ্যে বিস্তর আকাঙ্খা ও বৃহৎ পরিকল্পনা ছিল না। ধীরে ধীরে সদস্যরা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সমিতিতে গচ্ছিত রাখতে শুরু করে। এভাবে কিছু দিন পর দেখা যায় যে, সমিতিতে একটি আশাব্যঞ্জক তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক তখনই সমিতির সদস্যদের মাঝে এই মর্মে আশার আলো তৈরী হয় যে, এই সঞ্চিত অর্থ যদি তারা কোন লাভজনক খাতে কাজে লাগিয়ে বা বিনিয়োগ করে কিছু মুনাফা অর্জন করা যায় তাহলে সমিতির সদস্যরা আর্থিক ভাবে উপকৃত হতে পারবে। ঠিক এই সরল চিন্তা নিয়েই সদস্যরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে তথা নিজেদের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য সমিতি হতে স্বল্প সুদে পণ্য ঋণ গ্রহণ করতে শুরু করে। পণ্য ঋণের মধ্যে নিজেদের বসত বাড়ির উন্নয়ন, ভ্যান গাড়ি ক্রয়, যাত্রীবাহী অটো ভ্যান ক্রয়, পাওয়ার টিলার ক্রয়, ট্রাক্টর ক্রয়, গবাদি পশু ক্রয়, মুদি দোকান ও কৃষির বহুমূখী চাহিদা পূরনের জন্য ক্রয় ইত্যাদি। এভাবে একদিকে সমিতি হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প শিক্ষিত লোকগুলো তাদের পরিবারের অত্যাবশকীয় সমস্যাগুলো সমাধান করে, অন্যদিকে তাদেরই প্রদেয় সুদের ক্ষুদ্র অংশ সমিতিতে জমা হয়ে একটি বৃহৎ মূলধন গড়ে ওঠে।

এভাবেই যখন সমিতির অবস্থা পরিবর্তন হতে শুরু করে, তখন সদস্যরা তাদের কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি বা পরিধিও বৃদ্ধি করতে থাকে।
এ পর্যায়ে সমিতির উদ্দেশ্য গুলো নিম্নরুপ:
(১) সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধি করা।
(২) দারিদ্র বিমোচনে স্ব-কর্মসংস্থানমূলক উদ্যোগ সমূহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যদের ঋণ প্রদান করা।
(৩) বেকারত্ব দূরীকরনে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বৃত্তিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান।
(৪) সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সহায়ক কুটির শিল্প ও মাঝারী শিল্প স্থাপনে ভূমিকা নেয়া।
(৫) সমবায়ের ভিত্তিতে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর অবদান রাখা।
(৬) সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করা।
(৭) ভোগ্যপন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ করা।
(৮) সদস্যগণের উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত করনে সহায়তা প্রদান করা।

<u>সমিতির বর্তমান চিত্র:</u>

ক) সদস্য সংখ্যা: ৫৯ জন
খ) সর্বশেষ নির্বাচনের তারিখ: ১৭/০৫/২০২৪ খ্রি.
গ) শেয়ার আমানত: ৩০,২০০/- টাকা
ঘ) সঞ্চয় আমানত: ৭,৫৪,৮৫৫/-টাকা
ঙ) বছরে নীট লাভ: ৩৯,৪১৮/-টাকা
চ) মোট কার্যকারী মূলধন: ৮,১১,৬৪১/-টাকা
ছ) সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ(৩%): ১,১৮৫/-টাকা
জ) বিগত তিন বছরে ঋণ বিতরণের পরিমান: ৩৫,১০,৯০০/-টাকা
ঝ) লভ্যাংশ বিতরণ: ২১,০০০/-টাকা
ঞ) নিরীক্ষা ফি প্রদান: ৩৯০০/-টাকা

সমিতিটি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে ইতিমধ্যেই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। সমাজের গরীব-অসহায় ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠির সহায়তা কল্পে সমিতিটি ইতিমধ্যে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। যার সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো।

(ক) শীত বস্ত্র বিবতণ:

বিগত বছরগুলোতে এদেশে শীতের তীব্রতা অতি মাত্রায় ছিলো। তাই এলাকার দরিদ্র শীতার্ত মানুষের শীত লাঘবের জন্য তাদের মাঝে কম্বলসহ বিভিন্ন শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় সমিতির পক্ষ থেকে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শীত বস্ত্র বিতরণ কালে খুলনা বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক মহোদয় ও জেলা সমবায় অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

স্থির চিত্র

সমিতির পক্ষ থেকে শীত বস্ত্র বিতরণ।

(খ) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী:

সামাজিক বনায়নের অংশ হিসাবে সমিতিটির মাধ্যমে অত্র এলাকায় ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সমিতিটি নিজ উদ্যোগে রাস্তার পার্শ্বে, সদস্যদের বাড়িতে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জায়গায় ব্যাপক ভাবে বৃক্ষ রোপন করছে। এছাড়া বিভিন্ন পেশার লোকজন ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে বৃক্ষ চারা বিতরন করেছে।

স্থির চিত্র

বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী

(গ) বালাই নাশক উপকরণ বিতরণ:

এতদ্অঞ্চলে ধান ও অন্যান্য ফসলে নানা রকম কীট-পতঙ্গা আক্রমন করে এবং বিভিন্ন সংক্রামন রোগ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। কীট-পতঙ্গা দমন ও ফসলের সংক্রামন রোগ নিরাময়ের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দরিদ্র কৃষকদের বালাই নাশক উপকরন বিতরণ করা হয়। এর ফলে একদিক যেমন কৃষকরা উপকৃত হয় অন্যদিকে ফসলের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

স্থির চিত্র

সমিতির পক্ষ হতে বালাই নাশক উপকরণ বিতরণ।

(ঘ) সমন্বিত বীজতলা আবাদ:

সমিতির সদস্যদের সুবিধার্থে উপযুক্ত স্থানে সমিতির উদ্যোগে বীজতলা আবাদ করা হয়। এতে করে সদস্যদের খরচ, সময়, শ্রম ইত্যাদি সাশ্রয় হয়।

স্থির চিত্র

সমিতির উদ্যোগে বীজতলা আবাদ।

(ঙ) নার্সারী প্রকল্প:

সমিতির উদ্যোগে নার্সারী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত নার্সারীতে বিভিন্ন বনজ, ফলজ ও ঔষধী বৃক্ষের চারা উৎপাদন করা হয়। উক্ত নার্সারী থেকে উৎপাদিত বৃক্ষের চারা বিক্রয় করা হয় এবং সামাজিক বনায়নের উদ্দেশ্যে সমিতির উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন ও বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

স্থির চিত্র

সমিতির উদ্যোগে নার্সারী প্রকল্প।

যদিও সমিতিটির নিবন্ধনের বয়স ৫(পাঁচ) বছর মাত্র। তথাপি সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও অগ্রযাত্রার ধারা অব্যাহত রাখার জোর প্রচেষ্টা চলমান আছে। সমিতির সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ সহায়তা এবং বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় সমিতিটি ভবিষ্যতে দৃষ্টান্ত স্থাপনে সক্ষম হবে।

সফল সমবায় সমিতি: শেখপাড়া রকি বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

ভূমিকা : খুলনা কুষ্টিয়া মহাসড়কের পাসে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন উপজেলা সদর হতে ১৫ কিঃমিঃ পশ্চিমে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার শেখপাড়া এলাকার নারী পুরুষের ঐকান্তিক চেষ্টায় শেখপাড়া রকি বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হয় । যা সমবায় বিভাগ হতে ০৫/০৫/২০০৯ খ্রি: তারিখে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। যার নিবন্ধন নং-০৭/ঝি । নিবন্ধিত ঠিকানা :গ্রাম: শেখপাড়া ডাক: বসন্তপুর, উপজেলা: শৈলকুপা জেলা: ঝিনাইদহ । এ সমিতির বর্তমান কর্ম ও সভ্য নির্বাচনী এলাকা ১নং ত্রিবেনী ,২নং মির্জাপুর ৩নং দিগনগর ও ৫নং কাঁচেরকোল ইউনিয়ন ব্যাপী । এ সমিতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা । সমিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা। গঠিত এ মূলধন সদস্যের মাঝে ঋণ বিতরন এবং বিতরনকৃত ঋণ থেকে মুনাফা আদায় করে চক্রাকারে উৎপাদনে বিনিয়োগকরণ মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনে বিনিয়োগকরন মাধ্যমে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধিসহ সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ।

এ সমিতির মূল কাযক্রম ও লক্ষ্য হলো এলাকার পিছিয়ে পড়া নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতিতে সদস্যভুক্ত তাদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কাযক্রমে সম্পৃক্তকরণ এবং উৎপাদিত পণ্য সমূহ বাজারজাত করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা । এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণে সুযোগ দানের মাধ্যমে সদস্যদের সচেতনা সৃষ্টিসহ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সমিতির উদ্দেশ্য

- সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- দারিদ্র বিমোচনে স্ব-কর্মসংস্থানমুলক উদ্যোগসমুহ বাস্তবায়নে সমিতির নিজস্ব মলধন হতে সহজ শর্তে সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা ।
- বেকারত্ব দুরীকরণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বৃত্তিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা।
- সমবায়ের ভিত্তিতে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- সমবায়ের ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে সহায়ক কুটির ও মাঝারী শিল্প স্থাপনের উদ্যোক্তা হিসাবে ভুমিকা নেওয়া।
- আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরী শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা।
- নিরক্ষতা দূরীকরণে অবদান রাখা।
- আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য করিতে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোক্তা হিসাবে ভুমিকা নেওয়া।
- সমবায়ের ভিত্তিতে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাযকর অবদান রাখা।
- সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বৃক্ষ রোপনে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা প্রদান করা ।
- সমাজ কল্যানমূলক কাযক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা ।
- নারী ও শিশু উন্নয়নে বিশেষ কাযক্রম পরিচালনা করা।
- ভোগ্য পণ্য-দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও বিতরন করা।
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনে ন্যায্য মূল্যের দোকান ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোর স্থাপন করা।

সমিতির বর্তমান মূলকাযক্রমঃ
সভ্য নির্বাচনী ও কর্ম এলাকার পরিবারের সদস্যদেরকে এ সমিতিতে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পুঁজিগঠনসহ ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচীঃ
সদস্যের সংখ্যা বিভিন্ন কর্মসূচী এ সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্নে সদস্যর সংখ্যা ছিল ২০ জন। বর্তমানে অর্থ্যাৎ ৩০/০৬/২৩ খ্রি: তারিখ পযন্ত

এ সমিতির সদস্যর সংখ্যা ৮২৩ জন । যার মধ্যে পুরুষ ৩৮ জন ও মহিলা ৭৮৫জন । এই সমিতিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী রয়েছে। যথা

১। সঞ্চয় জমা কর্মসূচী

২। গরু মোটা তাজা করণ কর্মসূচী

৩। হাঁস মুরগিপালন কর্মসুচী

৪। ন্যায্যমূল্য সদস্যদের মধ্যে পন্য বিতরন।

কার্যক্রমের বর্ণনা:

শুরুতেই এ সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল সমবায়ের মাধ্যমে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সমিতে নিয়মিত সঞ্চয় জমা রাখা ও সমিতির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা যৌথ মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা । আর সে লক্ষ্যেই এ সমিতিতে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত এ সমিতিতে কার্যকরী মুলধনের পরিমাণ ২৮২১০০৪০/-টাকা। এবং গঠিত এ মূলধন বিভিন্ন উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

চিত্র: ক্ষুদ্র ঋণ আদায়

কিভাবে সফল হলো তার বর্ণনা:

এ সমিতির সফলতার মূলমন্ত্র হলো সদস্যদের একতাবদ্ধতা এবং পঁজি গঠনের মানসিকতা। শুরুর দিকে এ সমিতি সামান্যতম পুঁজি দিয়ে সীমিত পরিসরে ক্ষুদ্র ঋণ কাযক্রম শুরু করে। প্রশিক্ষিত সদস্যদের ঋণ দিয়ে গরু ও ছাগল পালনে উদ্বদ্ধ করে। পরবর্তীতে উৎপাদিত গরু ও ছাগলের মাংশ স্থানীয় বাজারে ব্যাপক হারে চাহিদা বৃদ্ধি পায় । বাজারজাত করে এ সমিতি ব্যাপক মুনাফা অর্জন করে। এর প্রেক্ষিতে সমিতিতে উল্লেখ যোগ্য হারে পুঁজি গঠন হয়। ফলে সদস্যদের নিকট হতে ঋণ আদায়ে অনেকটা সহজতর হয়।

লভ্যাংশ বিতরণ অডিটফি ও সিডিএফ আদায়:

এ সমিতিতে প্রতিবছর ব্যায়ের তুলনায় আয় বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সদস্যদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরন না করে পুজি গঠনের জন্য সদস্যদের নামীয় সঞ্চয়ের সাথে যোগ করে সঞ্চয় ও মূলধন বৃদ্ধি করা হয় ।

সদস্যদের মধ্যে বিধি মোতাবেক লভ্যাংশ বিতরন করে থাকে। এছাড়াও সমবায় সমিতি আইন,(সংশোধন)২০২৩ এ ধারা-৩৪(১)(গ) এবং বিধিমালা,২০২৪ এর বিধি-৮৪(২) মোতাবেক ধাযর্কৃত সিডিএফ যথাসময়ে পরিশোধ করে থাকে।

এ সমিতির অডিট বর্ষভিত্তিক অডিট ফি ও সিডিএফ পরিশোধের বিবরণী নিম্নরুপ

অর্থ বছর	অডিট ফি পরিশোধের পরিমান	সিডিএফ পরিশোধের পরিমাণ
২০১৯-২০২০	৬২৬০.০০	১৮৭৭.০০
২০২০-২০২১	৬১৬০.০০	১৮৫০.০০
২০২১-২০২২	৫৪৩০.০০	১৬২৭.০০
২০২২-২০২৩	১০০০০.০০	৩৯৭৪.০০

<u>অডিট সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>

এ সমিতি সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ধারা ৪৩(১) অনুযায়ী প্রতি সমবায় বর্ষে নিরীক্ষা সম্পাদন করে থাকে।

ব্যাংক ও অন্যান্য তথ্যঃ

এ সমিতির নামীয় একটি ব্যাংক হিসাব আছে। সম্পাদকের তথ্য অনুযায়ী উক্ত ব্যাংক হিসাব শুধুমাত্র সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। নিম্নে ব্যাংকের নাম, শাখা,হিসাব নং ও স্থিতির পরিমান উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	শাখা	হিসাব নং	৩০/০৬/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে স্থিতি (টাকা)
১	সোনালী ব্যাংক লিঃ	শেখপাড়া বাজার শাখা,শৈলকুপা,ঝিনাইদহ।	২৪২৩২০১০১১৬৬৮	১১০৬.০০

<u>কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ</u>

এসমিতর মাধ্যমে এলাকার নারী-পুরুষ সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কর্মকান্ডে সমপৃক্তকরণে ভুমিকা রেখে চলেছে। এসমিতিতে সরাসরি চাকুরিরত আছে ০৯ (নয়) জন কর্মকর্তা কর্মচারী। এছাড়া এ সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে গুরু,ছাগল পালন ও ব্যবসায় করে স্বাবলম্বী হয়েছে প্রায় ১০০ (একশত) এর বেশী নারী পুরুষ।

<u>সেবামুলক কার্যক্রমঃ</u>

এ সমিতির সদস্যদের বিশেষতঃ সভাপতির আন্তরিকতা,উদ্যোগ ও মানবিকতার কারনে এ সমিতি সমাজে বিভিন্ন সেবা মুলক কার্যক্রমসহ জনসচেতনা সৃষ্টিতে নিরলস ভুমিকা রেখে চলেছে। যেমনঃ

ক) মানবিক সহায়তা প্রদান।

খ) করোনাকালীন সময়ে বিভিন্ন সচেতনামুলক কার্যক্রম পরিচালনা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

গ) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী গ্রহণ

৪) নারী নিযাতন প্রতিরোধ,বাল্য বিবাহ রোধ,নারী ও শিশু পাচার রোধ,যৌতুক ও ইভটিজিং প্রতিরোধ।

সফল সমবায়ী: আবু শামীম মোঃ আলীমুজ্জামান

সমবায়ীর নাম : আবু শামীম মোঃ আলীমুজ্জামান, পিতার নামঃ মোঃ শাহাদত আলী, মাতার নামঃ মন্নুজান নেছা, পুর্ণ ঠিকানা: গ্রামঃ সিদ্দি,ডাকঃ বেনীপুর ,   উপজেলা: শৈলকুপা, জেলা: ঝিনাইদহ।

সমিতির নাম:সংগ্রাম সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি:, রেজি: নং- ২২/ঝি,তারিখ:০১/০৮/২০১২ খ্রিঃ। সংশোধিত রেজি নং- ০৭/ঝি, তারিখ: ০৯/১১/২০১৫ খ্রিঃ।

সদস্য হওয়ার তারিখ: সমিতিটি ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ১১/১০/২০১১ খ্রি: তারিখে তিনি সদস্য পদ লাভ করেন। ২০১২ সালে সমিতিটি নিবন্ধন লাভ করে। তিনি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, বিভিন্ন মেয়াদে সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সমিতির সদস্যপদ গ্রহণের পর হতে তিনি সম্পাদক হিসেবে সমিতির যাবতীয় রেকর্ড ও হিসাবপত্র সংরক্ষণে   আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন।

তিনি বি এস এস (অনার্স) এমএস এস অর্থনীতি বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে শিক্ষা লাভ করেন । তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কারেনে সমিতির হিসাব সংরক্ষণে তিনি ষোল আনাই বোঝেন। তিনি হিসাব রক্ষকের মাধ্যমে দক্ষতার সাথে সকল রেকর্ড ও হিসাব সংরক্ষণ কাজ তদারকি করেন। তার দক্ষতা,বিচক্ষণতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার কারণেই সমিতিটি সুষ্ঠু হিসাব ব্যবস্থাপনা ও সমিতিতে যাবতীয় রেকর্ডপত্র সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। এ কারণেই অনেক বেশি পরিমাণে লেনদেন থাকা সত্বেও বিধি মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর হিসাব বিবরণী দাখিলে সমস্যা হয় না।

সমিতির শুরু থেকেই সমিতির পুঁজি গঠন ও সম্পদ বৃদ্ধিতে তিনি ফলপ্রসু উদ্যোগ গ্রহণ করে পুঁজি গঠন ও সম্পদ বৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছেন। তাঁর কঠোর পরিশ্রম দৃঢ় প্রত্যয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের কারণেই সমিতিটি প্রতিষ্ঠাকালীন পুঁজি/ মূলধন মাত্র ২০,০০০.০০ টাকা থেকে বর্তমানে ৩,৪৬,৯১০.০০ ।তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান সব কিছুতেই সমিতির উন্নয়ন,যা সমিতির ভিতরে ওবাইরে সকল অবস্থতেই দৃশ্যমান। সমিতির গৃহীত ও বাস্তবায়নাধীন প্রত্যেকটি প্রকল্পের সাথে তিনি প্রত্যক্ষ ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

স্ব উদ্যেগী ও আদর্শ সমবায়ী হিসেবে জনাব আবু শামীম মোঃ আলীমুজ্জামান , শুধু সমিতির শেয়ার ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করেই স্থির থাকেননি, সমিতির সর্বোচ্চ শেয়ার ও সঞ্চয় জমাদানকারীদের মধ্যে তিনি একজন। সমিতির ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত প্রস্তুতকৃত হিসাব বিবরনীর বিস্তারিত তালিকা দৃষ্টে তাঁর শেয়ার ৮৫,০০০.০০   টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ১,১৭,৫৭৪.০০ টাকা।

তিনি ইত:পূর্বে সমিতির সদস্য হিসেবে কোন ঋণ গ্রহন করেনি বর্তমানে তাঁর কাছে সমিতির কোন ঋণ পাওনা নেই। তাছাড়া শুধু নিজের ক্ষেত্রেই নয় সকলের ঋণ গ্রহণ এবং গৃহীত ঋণ যথাসময়ে পরিশোধের ব্যাপারে তিনি কঠোর মনোভাবাপন্ন।

সততার প্রতীক জনাব,আবু শামীম মোঃ আলীমুজ্জামান , নিজে হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে যেমন স্বচ্ছ,প্রশাসনিক ও আর্থিক যে কোন অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম সম্পর্কে তিনি কঠিন মনোভাব পোষন করেন। তাঁর কঠোর অবস্থানের কারণে উক্ত সমিতিতে বর্তমানে সরাসরি নিয়োজিত ০৩(তিন) জন কর্মচারী কারোরই কোন অনিয়ম করার কোন সুযোগ নেই। এ বিষয়ে তাঁর কঠোর অবস্থানের কারণে অদ্যাবদি উক্ত সমিতিতে কোন আর্থিক অনিয়ম বা আত্মসাতের কোন ঘটনা ঘটেনি। সর্বদা এ বিষয়টি তিনি কর্মচারীদের মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেন। দায়িত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার উজ্জল দৃষ্টান্ত জনাব, আবু শামীম মোঃ আলীমুজ্জামান , সমিতি প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব তিনি সানন্দচিত্তে গ্রহণ ও যথাসময়ে সূচারুরুপে বাস্তবায়নের কারনে সমবায়ীরা তাঁর উপর যে কোন দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকেন এবং তিনি তা যথাসম্ভব দুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের কারনেই উক্ত সমিতির বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান। সমিতির উন্নয়নমূলক সকল কর্মকান্ড তিনি সার্বক্ষনিক সরেজমিনে তদারক করেন।

সমিতর প্রতিষ্ঠা সদস্য । সকল সময়ে, সকল অবস্থায় তিনি সমবায় আইন,বিধিমালা,উপ-আইন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত,আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সমবায় সংক্রান্ত কোন আইন এমনকি কোন পরিপত্রের নির্দেশনা অমান্য করার কোন প্রমান নেই। এছাড়া সকলকে সমবায়ের বিদ্যমান আইন প্রতিপালনে সর্বদা উৎসাহিত করেন।তিনি সমবায় আইন বিধি ও উপ-আইনর বিধান প্রতিফলনে কর্মচারীদের পাশাপাশি সদস্যদেরও উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে থাকেন।

সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে তিনি একাধিকবার সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।যথাসময়ে যথানিয়মে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ,সাধারণ সভাসহ সকল সভায় তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং অন্যকে তা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বর্তমানে তিনি সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সাধারণ সম্পাদকপদে অবস্থান করছেন। সমিতির সকল কার্যক্রমে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করে আসছেন।

শৈলকুপা উপজেলায় তিনি একজন আদর্শ সমবায়ী হিসেবে সুপরিচিত। প্রতিটি অবস্থাতেই তিনি মনে-প্রাণে একজন সমবায়ী,সমবায়ের আদর্শ ও নীতি অনুসরণে তিনি উপজেলা ও জেলায় অবদান রেখে চলেছেন।সমবায়ের নীতি আদর্শের প্রতি তিনি অবিচল থেকে অন্যদেরকেও সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত হতে সর্বদা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছেন। এলাকাই নতুন নতুন সমবায় সমিতি সংগঠন ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিই তার প্রেরণ।

সমবায়ের একনিষ্টকর্মী ও আদর্শ সমবায়ী হিসেবে তিনি সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে অদ্যবধি সমিতির কাযর্ক্রম পরিচালনায় সময়ে সময়ে জারিকৃত সমবায় আইন,বিধিমালা,পরিপত্রসহ সমবায় সংক্রান্ত সকল প্রকার সরকারি আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালনে তিনি অগ্রগণ্য। তাঁর নিজের সমিতি ছাড়াও তাঁর কর্তৃক সংগঠিত অন্য সমিতিগুলোকেও সমবায় আইন যথাযথভাবে প্রতিপালনে তিনি উৎসাহিত করে থাকেন।

সমিতির উন্নয়ন কর্মকান্ডে মূলত তিনিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিগড়ত অবদানের ফলে সমিতিটি উপজেলয় শ্রেষ্ট সমবায় সমিতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ঋণ প্রকল্পঃ সমিতিটির মূল কার্যক্রম হলো সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা। সমিতির মূল আয়ের সিংহভাগ আসে এ ঋণের মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ বা মুনাফা হতে।ঋণ প্রকল্পে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রকল্প ঋণের মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ বর্ষে ঋণ স্থিতির পরিমান ৫৩,৯৫,৪৫৯.০০ টাকা।

ঋণ প্রকল্প থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৩,০৫,৪৮০.০০ টাকা মুনাফা অর্জিত হয়েছে। এ বছর সদস্যদের মাঝে ১৯,৯০১.০০ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে।

সমবায়ী হিসেবে তিনি বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী কোটবাড়ী,কুমিল্লা এবং আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট কুষ্টিয়া থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণও তিনি একাধীক বার গ্রহণ করেছেন। এ সমস্ত প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তিনি সমিতি পরিচালনার কাজে লাগিয়েছেন, যার সুফল সংগ্রাম সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ পেয়েছে এবং একটি সফল ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী সমিতিতে পরিনত হয়েছে।প্রতিটি প্রশিক্ষণ গ্রহনের পর তিনি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যও সাধারণ সদস্যদের মাঝে আভ্যন্তরিণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

তিনি একজন সফল এবং অভিজ্ঞ সমবায়ী। তাঁর সমবায়ের উপর যতেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। সমিতিতে যে সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় সেখানে এবং সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষনে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ।

তাঁর প্রচেষ্টায় তাঁর এলাকার বিভিন্ন পরিবার থেকে তিনি সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত করেছেন। সদস্য বৃদ্ধিতে তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬৩ জন।

তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব ও সময়োপযোগী ভূমিকার ফলে সমিতিতে স্থায়ীভাবে ০৩ জনের কর্মসংস্থান এর পাশাপাশি সমিতিতে ২৫ জনের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

কর্মচারীদের মাঝে শৃঙ্খলা থাকলে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পাশাপাশি কর্মচারীরাও উপকৃত হবেন এ মতবাদে তিনি নিজে বিশ্বাসী। এ বিশ্বাসকে মাথায় রেখে এবং তাঁর নিজস্ব দক্ষতা দিয়ে কর্মচারীদের তিনি সব সময় শৃঙ্খলার সাথে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কর্চারীদের মধ্যে সৌহাদ্যপূর্ণ সহাবস্থান বিদ্যমান।

একজন প্রকৃত সমবায় মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি আবু শামীম মোঃ আলীমুজ্জামান ,তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন। এ কারণে অফিসে এলেই তিনি কর্মচারীদের কাজকর্ম ও গতিবিধির প্রতি নজর রাখেন এবং প্রয়োজনে তাদের পরামর্শ দেন ও কাজকর্ম তদারকী করেণ। সমিতির উৎপাদনমূলক কর্মকান্ড তিনি সরাসরি তত্ত্বাবধান করায় সকল প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ প্রকল্পের আয় বৃদ্ধিসহ সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করছে।

ভালোকাজের আশানুরুপ ফলাফল প্রাপ্তির জন্য দক্ষতার বিকল্প নেই। তাই কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তিনি উৎসাহিত করেন। তার উদ্যোগে নিয়মিত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মচারীগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে কাজে মনোনিবেশ করেন এবং নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তার পরামর্শ ও মতামত গ্রহণে কর্মচারীগণ সদা তৎপর।

সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উজ্জলদৃষ্টান্ত আবু শামীম মো: আলমুিজ্জামান ব্যক্তিগত জীবনে সদালাপী একজন মানুষ। সমিতির সকল পর্যায়ের কাজে তিনি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব পোষন করেন। কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টিতে তিনি মূখ্য ভূমিকা পালন করেন।

তিনি বিশ্বাস করেন সমবায় মেহনতি ও স্বল্প আয়ের মানুষকে আলোর পথ দেখাতে পারে। সকলকে সমবায় সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বা নতুন সমিতি গঠনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। জাতীয় সমবায় দিবসে তার সমিতিতে এবং উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকান্ডে তিনি সমিতির সদস্যদের নিয়ে র‌্যালি নিয়ে স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

জনকল্যান মূলক কাজ:- বছরের বিভিন্ন সময়ে ঈদ,রমাদান,শীতকাল,ও প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় অসহায় দরিদ্র্যদের মাঝে ত্রান সামগ্র বিতরন করেণ। প্রতি বছর রমজানের ঈদের সময়ে এতিম ও গরীব মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে নতুন পোষাক বিতরন করেণ। প্রতি বছর সমিতির সদস্যদের ছেলে মেয়ে যাহারা এস এস সি ও এইচ এস সি পাশকরে তাদেরকে সংবর্ধনা ও পুরস্কৃত করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসা ও এতিম খানায় অনুদান দেয়। বাল্য বিবাহ,যৌতুক বিরোধী আন্দোলন, মাদক বিরোধী আন্দোলন, সামাজিক বনায়ন ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে।

সমবায়ের মাধ্যমে অসচ্ছল সাধারণ মানুষকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সমবায় কাযক্রমে জড়িত হন। তারপর ২০১১ সালে মাত্র ২০ জন সহযোগী নিয়ে সংগ্রাম সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি: গঠন করেন। সমিতিটি ২০১২ সালে সমবায় অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়। সেই থেকে আজও তিনি সমবায়ের অগ্রযাত্রায় অবদান রেখে চলেছেন। তিনি সমিতির সুদিন দুর্দিন তথা চড়াই-উৎরাইয়ের সাথে আছেন।

সমবায় আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা স্বরুপ তিনি নিয়মিত সমবায়ের সুফল প্রচার করেন, সমবায় দপ্তরের সাথে একান্ত হয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমিতিতে বেশি বেশি সঞ্চয় করে অন্যদেরকে বেশি সঞ্চয় জমা রাখতে উৎসাহিত করেন।

তাঁর সমিতে নিবন্ধনের পর হতে, কোন মামলার উদ্ভব না হওয়ায় তিনি কোন মামলাল বাদী অথবা বিবাদী হননি। তাঁর বিরুদ্ধে কখনো কোন অভিযোগও উত্থাপিত হয়নি।